তারিখ ... 07 MAY 2018 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

সমকাল

রাজধানীতে অধ্যক্ষ সম্মেলন

শিক্ষক সংকটে কলেজ চালানো কষ্টকর'

■ বিশেষ প্রতিনিধি

জনপ্রশাসনের জেলা প্রশাসক (ডিসি) সম্মেলনের আদলে এবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রথমবারের মতো আয়োজন করেছে অধ্যক্ষ সম্মেলন। গতকাল শনিবার রাজধানীতে সরকারি কলেজের অধ্যক্ষদের এই সম্মেলন আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য ছিল, শিক্ষা ব্যবস্থার বিদ্যমান নানা সংকট দূর করা ও শিক্ষার মানোন্নয়ন। সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে সকালে এ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। কলেজ শিক্ষকদের বদলির তদবিরে অতিষ্ঠ হওয়ার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, এখন থেকে এমন তদবির করলে উল্টো ফল হবে।

অন্যদিকে অধ্যক্ষরা বলেন, তীব্র শিক্ষক সংকটের কারণে কলেজ চালানোই তাদের জন্য দায় হয়ে পড়েছে। গ্রামাঞ্চলের কলেজগুলোতে শিক্ষক নেই বললেই চলে। সংকটের কারণে বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষকরা আইসিটি পড়াচ্ছেন। বিভিন্ন সরকারি কলেজে অছাত্ররা ছাত্র রাজনীতি করছে। তারা শিক্ষকদের প্রায়ই অপমান করছে। জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সদস্য হলেও সরকারি কলেজের অধ্যক্ষরা সেখানে গিয়ে অনেক সময় বসার জায়গা পান না। এ নিয়ে অধ্যক্ষরা তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী তার উদ্বোধনী ভাষণে মফস্বল থেকে রাজধানীতে আসতে তদবিরকারী শিক্ষকদের হুঁশিয়ার করে বলেন, ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৪

শিক্ষক সংকটে কলেজ

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

'আমাদের অনেক টিচার উদগ্রীব, তার পছন্দের জায়গায় যাওয়ার জন্য। আমার কাছে যদি ১০০ জন লোক আসেন, তার ৮০ জন আসেন কেবল ঢাকায় আসার জন্য। সরকারি চাকরি করতে হলে সরকার যেখানে দেয়, সেখানে যাওয়া নিয়ম। তারা ক্ষমতাবান লোক দিয়ে তদবির করে ঢাকায় চলে আসেন, এটা অন্যায়।' এই প্রবণতা বন্ধে উল্টো প্রতিক্রিয়া দেখানোর সতর্কবার্তা দিয়ে তিনি বলেন, 'মন্ত্রী, সচিব, ডিজির কাছে কেউ এমন রিকমেন্ডেশন নিয়ে এলে তার জন্য সেটি নেতিবাচক হিসেবে দেখা হবে। শিক্ষক অনলাইনে আবেদন করবেন। জেনুইন হলে অবশ্যই বদলি করব, এটা করা উচিত। কিন্তু কোনো তদবির চলবে না।' কলেজের অধ্যক্ষদের শিক্ষক হিসেবে ভালো হওয়ার পাশাপাশি পরিচালক হিসেবে দক্ষ হওয়ার ওপরও গুরুত্ব দেন শিক্ষামন্ত্রী। যে সব কলেজে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পড়ানো হয়, সেগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ না বলার আহ্বানও জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, অতি উৎসাহের কারণে আমরা দুই-একটার নাম দিয়ে দিয়েছি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। আসলে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ বলে কিছু নেই। এটা খুশির জন্য বলেন, আনন্দের জন্য বলেন। এটা কিন্তু অফিসিয়াল কোনো নাম না। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ বলে কিছু নেই।

সম্মেলনে সারাদেশের ৩২৯টি প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষরা অংশ নেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষা সচিব মো. সোহরাব হোসাইন, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফাহিমা খাতুন ও পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) অধ্যাপক ওয়াহিদুজ্জামান বক্তব্য রাখেন।

অধ্যক্ষরা যা বলেন : সম্মেলনে সরকারি কলেজের অধ্যক্ষরা বেশ কিছু সমস্যা চিহ্নিত করেছেন। তাদের দৃষ্টিতে দেশের সরকারি কলেজের প্রধান সমস্যা শিক্ষক সংকট, শ্রেণীকক্ষের স্বল্পতা ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) অদক্ষতা ও চাপিয়ে দেওয়া ঘন ঘন পরীক্ষা। অধিকাংশ অধ্যক্ষের বক্তব্যে শিক্ষক ও ক্লাসরুম স্বল্পতা, প্রয়োজনীয় একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন না থাকাকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। তারা জানান, সেশনজট নিরসনের নামে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তবায়নাধীন ক্রাশ প্রোগ্রাম নিয়ে বেশিরভাগ অধ্যক্ষ উদ্বিগ্ন। জামালপুরের সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মুজাহিদ বিল্লাহ ফারুকী বলেন, তার কলেজে শিক্ষার্থী আছে প্রায় ১৪ হাজার। একাদশ শ্রেণী, বিএ (পাস কোর্স), ১৪টি বিষয়ে অনার্স ও ১১টি বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে। শিক্ষক আছেন মাত্র ৬০ জন। আবার শ্রেণীকক্ষেও শিক্ষার্থীদের জায়গার সংকুলান হচ্ছে না। তিনি বলেন, 'শিক্ষক সংকটের কারণে কলেজ চালানোই কঠিন হয়ে পড়েছে। আবাসিক ও যাতায়াত সুবিধা না থাকায় প্রতিদিন ২৫-৩০ কিলোমিটার দূর থেকে শিক্ষকদের কলেজে আসতে হয়। সংকটের কারণে প্রভাষক দিয়েই অনার্স ও মাস্টার্সের ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। শ্রেণী কক্ষে জায়গা না হওয়ায় শিক্ষার্থীরাও ক্লাসে আসতে চায় না।'

শেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. একেএম রিয়াজুল হাসান তার প্রতিষ্ঠানের মূল সমস্যা হিসেবে শিক্ষকস্বল্পতাকে চিহ্নিত করেছেন। পাশাপাশি এই কলেজে নেই প্রয়োজনীয় একাডেমিক ভবন, নেই কোনো প্রশাসনিক ভবন ও অডিটরিয়াম, নেই সীমানা প্রাচীর ও মেয়েদের পৃথক ভবন।

চাঁদপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ এমএ মতিন মিয়া বলেন, তার কলেজে ৩৫টি পদের মধ্যে ১২টি শিক্ষকের পদ শূন্য। মাউশিতে আবেদন-নিবেদন করেও কোনো লাভ হচ্ছে না। কষ্ট করে অনার্স, মাস্টার্সের সিলেবাস শেষ করতে হয়। ঝিনাইদহের একটি কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল লতিফ বলেন, ৪৩ পদের বিপরীতে শিক্ষক আছেন মাত্র ১৮ জন। কুমিল্লা সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজ অধ্যক্ষ আবদুর রশিদ বলেন, বাংলাদেশের কোনো কলেজে আইসিটি পদের শিক্ষক নেই। এখন বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক আইসিটি পড়ান। এতে ছাত্র-শিক্ষক কেউই আনন্দ পান না। ৪-৫ দিনের প্রশিক্ষণ নিয়ে আইসিটি পড়ানো হচ্ছে।

স্বরূপকাঠি সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, উপজেলা-জেলা পর্যায়ে শিক্ষকরা থাকতে চান না। এ কারণে চাকরিতে ৩ বছর গ্রামের কলেজে থাকতে হবে এমন একটি নীতিমালা করা যায় কি-না। শরীয়তপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ বলেন, তাদের বিভিন্ন সময় জেলা প্রশাসনের সভায় ডাকা হয়, কিন্তু অধ্যক্ষদের সেখানে বসার কোনো নির্দিষ্ট আসনও থাকে না। বরিশালের সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর শচীন কুমার রায় বলেন, পিরোজপুর সোহরাওয়ার্দী কলেজে ফুল ফুটিয়েছি। এখানেও ফুল ফোটাতে চাই। যারা অছাত্র তারা এখানে রাজনীতি করছে। আমার বিভিন্ন কাজে বাধা দিচ্ছে। যারা আদৌ ছাত্র নয়, তারাই ছাত্র নেতা। শিক্ষার উন্নয়নে তারা বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ভোলা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ বলেন, 'অধ্যক্ষকে অবহিত না করে শিক্ষকদের বদলি বা পদায়ন করা হলে কলেজ চালাতে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। একটি বিভাগে মাত্র ২ জন শিক্ষকের মধ্যে ১ জনকে বদলি করে নিয়ে গেলে কীভাবে কলেজ চালাব'?